আমাদেরসময়

তারিখ ..04. JUL. 2015.......
পৃষ্ঠা ...২... কলাম....৭......

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভ্যাট

ঈদের পর আন্দোলনের ঘোষণা শিক্ষার্থীদের

এম এইচ রবিন ●

প্রস্তাবিত সাড়ে সাত শতাংশ মূল্য সংযোজন করকে (মূসক) কেন্দ্র করে থমথমে
পরিস্থিতি বিরাজ করছে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয়। এ নিয়ে গত
মাসে রাজপথে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ হলেও ক্লাস-পরীক্ষা থাকায় অনেকেই অংশ
নিতে পারেনি। ১৪ জুলাই থেকে ঈদের বন্ধ। এ অবস্থায় মূসক প্রত্যাহারের
দাবিতে ঈদের পরই কঠোর আন্দোলনে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে শিক্ষার্থীরা।
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার আন্দোলনের ব্যানারে শিক্ষার্থীরা
মানববন্ধন, সমাবেশ, বিক্ষোভ, সংসদ ঘেরাও, আলোচনাসভা করেছে।
পাশাপাশি ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র ফেডারেশনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্র
সংগঠনগুলোও মূসকের প্রতিবাদে পালন করেছে কর্মসূচি। মঙ্গলবার সংসদ ভবন
ঘেরাও করতে গিয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে হেনস্তার শিকার হয় শিক্ষার্থীরা।
হামলার প্রতিবাদে বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ করে ছাত্র
ফেডারেশন। সংগঠনের সভাপতি সৈকত মল্লিক জানান, এ আন্দোলন ৫ লাখ
শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারগুলোর। এতে আমাদের সক্রিয় সমর্থন রয়েছে। ঈদের
পর কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মসূচি দেওয়া হবে। কোনোভাবেই মূসকের নামে শিক্ষার্থীদের
গলা কাটতে দেওয়া হবে না।
সূত্র মতে, চলমান শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে ছাত্রলীগের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়
শাখার মৌন সমর্থন রয়েছে। সক্রিয় না হলেও কর্মসূচির সঙ্গে একাত্ম হয়েছে
ছাত্রদলের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখাও। ঈদের পর কঠোর কর্মসূচি হলে ছাত্র
সংগঠনগুলো সরাসরি সক্রিয় হবে এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

ঈদের পর আন্দোলনের ঘোষণা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে।
ছাত্রলীগের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার এক নেতা জানান, মূসক বাড়লে
পুরো টাকাটাই কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছ থেকে আদায় করবেন। এতে
অভিভাবকরা কতটা চাপে পড়বেন তা বলাই বাহুল্য। এখানে স্বার্থটা সবার।
কারও একার নয়।
ঈদের পর বড় ধরনের আন্দোলনে নামা হবে বলে জানিয়েছেন ছাত্রদল
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক খন্দকার ডালিয়া রহমান। তিনি
বলেন, মূসকের নামে যে নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার, তাতে করে
উচ্চশিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থী অভিভাবকরা পিছু হটে যাবেন।
ডালিয়া বলেন, এক পার্সেন্ট মূসকও দেওয়া হবে না। শিক্ষার্থীরা এটা হতে
দেবে না। এটা মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত বাঙালির জীবন-মরণ লড়াই। ঈদের পর আমরা
বৃহৎ আকারে বিক্ষোভ করব।
প্রস্তাবিত ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে ১০ শতাংশ মূসক নির্ধারণ করা
হলেও সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেটাকে কমিয়ে ৭.৫ শতাংশ করার
অনুরোধ জানান। এরপর অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বিষয়টি আমলে নিয়ে
৭.৫ শতাংশ মূসক চূড়ান্ত করে অর্থবিল পাস করেন।
এদিকে মূসক বৃদ্ধির প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা একাট্টা হলেও পরীক্ষা ও রমজান
থাকায় কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারছে না একটি বড় অংশ। কথা হয়
ইউআইটিএস-এর শিক্ষার্থী খাদিজা আক্তার অন্তরার সঙ্গে। তিনি বলেন,
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাত্রছাত্রী অন্যায্য করের বিরুদ্ধে লড়ছে, তারা শুধু
শিক্ষাব্যয় বৃদ্ধিকেই সামনে আনেনি, এনেছে আত্মমর্যাদার প্রশ্নও। সামনে এনেছে
ছাত্র হিসেবে নিজের পরিচয়ের প্রশ্ন। এই প্রশ্ন যদি গোটা ছাত্রসমাজকে ছুঁয়ে যায়
আন্দোলনকারী কয়েক হাজার গুণ বাড়বে।
জানতে চাইলে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মেহেদি হাসান অভি
বলেন, আজ যে ন্যক্কারজনকভাবে আমাদের ওপর হামলা হলো তা দিয়ে সরকার
যে এই আন্দোলনের ভয়ে ভীত তা প্রমাণ হলো। তা না হলে আমাদের তিন
বন্ধুকে এভাবে আটক করা হতো না। আসলে ২.৫ শতাংশ ভ্যাট কমানো
আমাদের আন্দোলনেরই ফসল। তাই আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব এবং এক
পয়সা ভ্যাটও দেওয়া হবে না।
ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের তৌফিক তমাল মনে করেন, ১০ শতাংশ থেকে
ভ্যাট ৭.৫ শতাংশে নামিয়ে আনা একভাবে আন্দোলনকে সফল হওয়ার রাস্তা
দেখাচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের অনেক বন্ধু এখন নতুন করে আন্দোলনের
প্রস্তুতি নিচ্ছে। অবিলম্বে ভ্যাট বাতিল না হলে আন্দোলন আর শান্তিপূর্ণ থাকবে না।
এর দায় সরকারকেই নিতে হবে।
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার আন্দোলনের সমন্বয়ক তাহারাত
লিয়ন বলেন, আমাদের অভিভাবকরা মূসক দিতে পারবে না। এক টাকা বৃদ্ধিও
মানব না। প্রয়োজনে অনশনে যাব।
এদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিক সমিতির একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে
জানা গেছে, বাজেটে মূসক বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে অর্থমন্ত্রী ও রাজস্ব বোর্ডের
চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠক হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী বরাবর খোলা চিঠিও দেওয়া
হয়েছিল। এরপর ভ্যাট ফের ৭.৫ শতাংশ করা হলে মালিকরাও ক্ষুব্ধ হন।
সূত্র মতে, চলমান শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে মালিক সমিতির সমর্থন রয়েছে।
মূসক থাকলে চলতি বছর থেকে প্রতিষ্ঠানগুলোয় শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যেতে
পারে আশঙ্কাজনকভাবে। পাশাপাশি মূসক আদায় করা হলেও পুরো অর্থটি
শিক্ষার্থীদের কাঁধেই চাপিয়ে দেবেন মালিকরা। এ কারণে শিক্ষার্থীদের
আন্দোলনকে অবস্থানগতভাবে নৈতিক মূল্যায়ন করছেন মালিকরা।
জানতে চাইলে অ্যাসোসিয়েশন অব নন-গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটিজ অব
বাংলাদেশের চেয়ারম্যান শেখ কবির হোসেন বলেন, বেসরকারি
বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ট্রাস্টি বোর্ডের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। ট্রাস্ট আইন ১৮৮২
সালের অধীনে গঠিত ট্রাস্টগুলোর উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয়; ফলে ট্রাস্টের অধীনে
অলাভজনক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর এই করারোপ অনভিপ্রেত। এতে শিক্ষার্থী ও
অভিভাবকদের একটি বড় অংশ সরাসরি ক্ষতির মুখে পড়বে।